বর্তমান সরকারের আমলে বিরোধী দলের কোন মানুষের প্রতি অত্যাচার করা হয় না

স্বাধীনতার বিপক্ষে যারা আছেন তারা একটু উপলব্ধী করে দেখেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কতটা উন্নয়ন হচ্ছে। দেশের উন্নয়নের কথা ভেবে, আপনাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎতের কথা ভেবে হলেও আপনারা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন।
তাছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে বিরোধী দলের কোন মানুষের প্রতি অত্যাচার করা হয় না। আর এটাই হলো আওয়ামী লীগ সরকারের নিতি। শনিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যেগে এক গনসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন জনাপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুল। তিনি বলেন, প্রতিবছর দেশ ৮ ভাগ করে সামনের দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কোন মানুষের আশা অপূরণ থাকবে না। সকল মানুষের আশা পূরণ করা হবে।
সকল গ্রামকে পরিনিত করা হবে শহরে। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে যাদের ঘর নেই, তাদের সকলের জন্য ঘরের ব্যাবস্থা করে দেওয়া হবে।
এদিকে, দারিয়াপুর গ্রামবাসীর দাবী দারিয়াপুর খেলার মাঠকে মিনি স্টেডিয়াম হিসাবে দেখতে চাই। তাদের এই দাবী মেনে নিয়ে দারিয়াপুর খেলার মাঠকে মিনি স্টেডিয়াম করে দেবার ঘোষনা দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী।
উক্ত অনুষ্ঠানে দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুস্তাকিম হক খোকনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়্বূ হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু প্রমুখ।

মুজিবনগর অফিস

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় রুইতনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন। এ সময় সম্মেলনের প্রধান অতিথি বলেন দির্ঘ ১৮ বছর আগে এই ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের কমিটি গঠিত হলেও পরবর্তিতে আর কমিটি গঠন হয়নি, ওই সময় থেকে যারা আওয়ামী লীগের নেতৃতিতে দিয়ে আসছিল তারা যুবলীগের নামধারি কিছু নেতার পকেটে থেকে রাজনীতি করতো, যুবলীগের ঐই সকল ষড়যন্ত্র কারিদের চিহ্নিত করে, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বজায় রাখতে বলে সকল ধরনের ষড়যন্ত্র পতিহত করে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে দলকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।
তৃণমুল পর্যায় থেকে দলকে সুসংগঠিত করে জননেত্রি শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতেই সম্মেলন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশকে এগিয়ে নিয়েছে। তিনি ক্ষমতায় এসে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসাবে রুপান্তর করেছে, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলো এখন বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে দেখছে। দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত দেশ হিসাবে গড়ে তুলেছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে মাননিয় প্রধানমন্ত্রি রাতদিন পরিশ্রম করে যাচ্ছে। পদ্মসেতু, মেট্রো রেল ফ্লাইওভারের মত বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাস্তাঘাট নির্মান করে চলেছে।
তাই আওয়ামী লীগের প্রতি আস্তা ও বিশ্বাস রেখে দলকে সুসংগঠিত করে দেশের উন্নয়ন অব্যহত রাখতে হবে। সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিতকায় এক শ্রেণীর নামধারি আওয়ামী লীগনেতা ও কিছু আওয়ামী লীগের সহযোগি সংগঠন দলকে দ্বিখন্ডিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে, দেশের বা জেলার

উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে এ সব ঘাপটি মেরে থাকা নামধারি নেতাদের চিহ্নিত করে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হবে।
এসময় তিনি বিএনপিনেতা খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, একুশে আগষ্ঠ গ্রেনেড হামলা চালিয়ে মাননিয় প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনা সহ কেন্দ্রিয় নেতাদের হত্যা করতে চেয়েছে ছিল, আল্লাহ অশেষ মেহেবানিতে তিনি অলৈকিক ভাবে বেঁচে গেলেও আমাদের কেন্দ্রিয় অনেক প্রাণপ্রিয়নেতা মারাযান। বিএনপির আমলে মানুষ রাত্রে ঘুমাতে পারতোনা, খুন, গুম, চাঁদাবাজি, টেন্টারবাজি সহ সরকারি টাকা লুট করে দেশকে এক অরাজগতা সৃষ্টি করেছিল। ঘরেঘরে বিদ্যুৎ ছিলনা, যা ছিল তাও বিদ্যুৎ যাওয়ার সময় ছিল কখন আসবে কেউ জানতোনা, কৃষককে লাইনে দাঁড়িয়ে সার, তেল নিতে হত। এখন ঘরেঘরে বিদ্যুৎ পৌছে গেছে, কাউকে বিদ্যুৎতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না, কৃষককে লাইনে দাঁড়াতে হয়ন সার তেলের জন্য।
ছেলুন জোয়ার্দ্দার এমপি আরো বলেন বঙ্গবন্ধ দেশটাকে সোনার বাংলায় রুপান্তিত করতে চেয়েছিল। আল্লাহ সেই সপ্ন এই বাংলার মাটিতে বাস্তবায়ন করবেন বলে হয়তো তারই সুযোগ্য কন্য প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে আজ বাংলাদেশকে সার্বিক উন্নয়ন করে সোনার বাংলায় রুপান্তরিত হতে চলেছে।
সম্মেলনে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজি লিহাজ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্ভোধনি বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি খুস্তার জামিল, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক সামসুজ্জোহা, সাংঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, লিটু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য দেলোয়ার হোসেন, এ্যাড বেলাল হোসেন, জেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি আফজালুল হক বিশ্বাস, সাবেক জেলা যুবলীগের আহবায়ক আরেফিন আলম রন্জু, আব্দুল কাদের।
বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্ঠার, মহাসিন আলী, আওয়ামী লীগনেতা বীরমুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান নান্টু, তোহিদুল ইসলাম ফকা, দেলোয়ার হোসেন দিপু, মহিবুল হক মন্টু, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি রুবাইত বিন সুস্তির, কলেজ ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক তামিম হাসান তারেক । অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগনেতা ইউনুস আলী মাষ্ঠার। সম্মেলনের আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গনুর সভাপতিত্বে আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের শাহ্ আব্দুল বাতেনকে সভাপতি, মোজাম্মেল

হককে সাধারন সম্পাদক ও খাইরুল ইসলামকে যুগ্ন সাধারন সম্পাদক করে কমিটি গঠন করা হয়।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

ফলোআপ চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গিয়েছেন কাদের

ফলোআপ চিকিৎসার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার আবারও সিঙ্গাপুর গিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।
দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকা ত্যাগ করবেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপপ্রধান তথ্য অফিসার আবু নাছের যুগান্তরকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
২০ মার্চ কার্ডিও থোরাসিক সার্জন ডা. সিবাস্টিন কুমার সামির নেতৃত্বে সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ওবায়দুল কাদেরের বাইপাস সার্জারি হয়।
ওই হাসপাতালের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই আবারও ওবায়দুল কাদের সেখানে যাচ্ছেন। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে।
২ মার্চ ভোরে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ওবায়দুল কাদের। সেখানে তার হৃৎপি-◌ের রক্তনালিতে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে। ৪ মার্চ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে নেয়া হয়।
– নিজস্ব প্রতিনিধি

ফেসবুক স্ট্যাটাসে বহিষ্কার আ’লীগ নেতা যা বললেন

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চুক্তিগুলো নিয়ে ফেসবুকে লেখা পোস্ট করায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে ডা. শেখ বাহারুল আলমকে। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, পুরোটাই সভাপতির একতরফা কাজ। অভিযোগ আনতে হলে সভাপতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হয়। কারণ উনি দলের গঠনতন্ত্র নিয়মনীতি কিছুই মানেন না’।
এর আগে বুধবার রাতে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের এক জরুরি সভায় ডা. শেখ বাহারুল আলমকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সাথে তাকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার কেন করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্তকে প্রতিহিংসার প্রতিফলন বলে দাবি করেছেন প্রবীন এ আওয়ামী লীগ নেতা।
গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে তিনি বলেন, ‘শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনতে হলে অবশ্যই অভিযুক্ত সদস্য বা নেতাকে নোটিশ দিতে হয়। কী বক্তব্যে গঠনতন্ত্রের কোন ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে, তা তাকে জানাতে হয়। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয়। প্রয়োজন হলে তার বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হয়। এর কোনোটাই জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি করেননি। নির্ধারিত কোনো সভাও ছিল না।
তিনি বলেন, ওইদিন যে সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সে সভা পূর্বনির্ধারিত কোন সভাও ছিল না। সভায় আমার বিষয়টি নিয়ে কোনো এজেন্ডাও ছিল না। অন্য একটি বিষয়ে সভা চলছিল। সেখানে থেকে নেতাকর্মীদের ডেকে এনে অগঠনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুরোটাই সভাপতির একতরফা কাজ। অভিযোগ আনতে হলে সভাপতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হয়। কারণ উনি দলের গঠনতন্ত্র নিয়মনীতি কিছুই মানেন না’।
তার স্ট্যাটাসটি হুবহু যুগান্তরের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো- ‘ভারত – বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বলা হলেও বাস্তবে একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত – বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও অধিকার চরম উপেক্ষিত দুর্বল অবস্থানে থেকে বন্ধু-প্রতিম শক্তিধর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠকে -ফলাফল শক্তিধরের পক্ষেই আসে। বাংলাদেশ- ভারত উভয়-পক্ষীয় সমঝোতা স্মারক নাম দেওয়া হলেও বাস্তবে একপক্ষীয় সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয় দুর্বল রাষ্ট্রকে।
ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সকল স্বার্থই আদায় করে নিয়েছে। বিপরীতে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে এখনও ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারেনি।

১) দীর্ঘদিনের আলোচিত তিস্তা নদীর পানি বণ্টন এবারের দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় স্থান পায়নি ।
২) ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্ হুংকার দিয়েছে নাগরিক পঞ্জীতে বাদ পড়া জনগণকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হবে। তারপরেও এবারের সমঝোতা চুক্তিতে ‘অভ্যন্তরীণ’ অজুহাতে বিষয়টি স্থান পায়নি।
৩) বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থী মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে প্রত্যাবসনের বিষয়ে ভারত কিছু বলে নি ।
৪) তিস্তা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে চুপ থাকলেও বাংলাদেশ অংশের ফেনী নদীর পানি ত্রিপুরা রাজ্যের পানীয় জল হিসাবে প্রতিদিন ১.৮২ কিউসেক টেনে নেবে ভারত । এ বিষয়ে বাংলাদেশ সম্মত হয়েছে।
৫) বাংলাদেশের জনগণের তরল গ্যাসের চাহিদা পূরণের ঘাটতি থাকলেও ভারতে তরল গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং যৌথভাবে সে প্রকল্প উদ্বোধনও হয়েছে।
৬) চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ভারত কীভাবে ব্যবহার করবে, তা নির্ধারিত হলেও বাংলাদেশের জন্য ব্যবহারযোগ্য ভারতের কোনও বন্দর সেই তালিকায় ছিল না।
অমানবিক আচরণের শিকার হয়েও বাংলাদেশ পানি ও গ্যাস সরবরাহ দিয়ে মানবিকতার প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ ও অধিকার উপেক্ষিত রেখে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষ হয়েছে।
শক্তিধর প্রতিবেশীর আধিপত্যের চাপ এতোই তীব্র যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে কিনা আশংকা হয়। কারণ ভারতের চাপিয়ে দেওয়া সব সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে মেনে নিতে হচ্ছে।’
- নিজস্ব প্রতিনিধি

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে অনেক আগেই দেশ মালয়েশিয়া-

সিঙ্গাপুরের মত হতো — জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে অনেক আগেই আমদের দেশ মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের মত উন্নত দেশে পরিণত হতো। বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করতে অসাধু ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্ধেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল।

শুক্রবার বিকালে গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশ রতœ শেখ হাসিনা টানা তৃতীয়বারের মত ক্ষমতায় আছেন। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে যে পরিমান উন্নয়ন হয়েছে তা বিশ্ববাসীর কাছে সপ্নের মত। কিভাবে এতা অল্প সময়েল মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় লাগামহীন ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে বিশ্ব নেতারা এখন বাংলাদেশ সফর করে যাচ্ছে। ইতি মধ্যে বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশে ব্যবসা করার আগ্রহ প্রকাশ করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যখন বিএনপি জামায়াতরা ক্ষমতায় ছিল তখন দেশ দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দেশের সম্পদ লুটেপুটে খেয়েছে। দেশের জনগন সার তেলের জন্য হাহাকার করেছে। দেশে চোর ডাকাত সন্ত্রাসের কারনে রাস্তায় বের হওয়া মুশকিল ছিল। কিন্তু এখন দেশের মানুষ শান্তিতে আছে। চোর ডাকাত বলে কিছু নেই। সেই সাথে মেহেরপুরের মানুষ এখন ২৪ ঘন্টা নির্ভয়ে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারছে। এখন আর রাত জেগে গ্রাম পাহারা করতে হয় না। গরু- ছাগল মাঠের ফসল সব কিছু পড়ে থাকলেও হাত দেওয়ার মত আর লোক নেই। আপনারা জানেন মেহেরপুরে যে উন্নয়ন হয়েছে সেই সাথে যে পরিমান বরাদ্দ আমরা পেয়েছি তা দিয়ে মেহেরপুরকে মডেল জেলা হিসেবে রুপান্তর করা হবে।

বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহ জামানের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহারুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. ওয়াসিম আলী, সানোয়ার হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ফুল চাদ মোল্লা, ২নং ইউপি সদস্য শরিফুদ্দিন।

জনসভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাম বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন চুন্নু, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল আনাম বকুল, জেলা আওয়ামী লীগের ও জেলা পরিষদের সদস্য শামীম আরা হীরা, জেলা যুবলী গের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল প্রমুখ ।

অনুষ্ঠঅন সঞ্চালনা করেন জেলা আওয়ামীলীগের উপ প্রচার সম্পাদক শ্বাশত নিপ্পন।